এক যুগেও শেষ হলো না বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচার

সোনার বাংলা রিপোর্ট ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের বিচারের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও শেষ হয়নি চূড়ান্ত বিচারকাজ। তার হত্যার ৩২ বছর পরও মামলার বিচার চলছে। দীর্ঘ ৬ বছর পর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের দায়ের করা লিভ টু আপিলের শুনানি চলতি মাসে আপিল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চে শুরু হয়েছে। সবার নজর এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টের দিকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের শেষ দেখার অপেক্ষায়।

নিম্ন আদালতের রায়ের পর এই হত্যা মামলাটি হাইকোর্টে আসার পর থেকে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হতে থাকে। মামলাটির আপিল শুনানির জন্য বেশ কয়েকটি বেঞ্চের বিচারপতিরা বিব্রতবোধ করেন। এক পর্যায়ে বর্তমান প্রধান বিচাপতি মো. রুহুল আমিন ও বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেন। শুনানি শেষে তারা দ্বিধাবিভক্ত রায় দেন। ফলে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন বর্তমান আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের একক বেঞ্চ গঠন করা হয়। রায়ে তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি ১২ আসামিকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। মামলার অপর তিন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের রায়ের পর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়েরের পর বিচারপতিদের বিব্রত হওয়া এবং বিচারপতি স্বল্পতার কারণে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে থেমে ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের মোট ৬ বিচারপতি এই মামলাটির শুনানি গ্রহণে বিব্রতবোধ করেন। বিচারপতি স্বল্পতা নিরসন করে এ মামলার আপিল শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠনে অ্যাডহক ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেয়নি বিগত সরকার। রাজনৈতিক বিবেচনায় তারা এ মামলার নিস্পত্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। এসব কারণে হাইকোর্টের রায়ের পর দীর্ঘ ৬ বছর পেরুলেও লিভ টু আপিলের বিচার কাজ শুরু হচ্ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি আপিল বিভাগ থেকে কয়েকজন বিচারপতি অবসরে যাওয়ায় এবং নতুন করে বিচারপতি নিয়োগের ফলে এই মামলাটি শুনানির পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে মামলার আপিলের শুনানি নিস্পত্তির উদ্যোগ নেয়। ২ আগস্ট প্রধান বিচারপতি মো. রুহুল আমিন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের দায়ের করা আপিল শুনানির জন্য আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন। ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাটির হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের তালিকাভুক্ত হয়। আপিল বিভাগের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম, বিচারপতি জয়নুল আবেদীন ও বিচারপতি মো. হাসান আমীনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ৭ আগস্ট থেকে শুনানি শুরু করেছেন। এই লিভ টু আপিল মঞ্জুর হলে বা আপিল শুনানির জন্য আপিল বিভাগ গ্রহণ করলে তখন আপিলের চূড়ান্ত শুনানি হবে। এই শুনানি শেষে আদালত রায় দিলেই শেষ হবে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচার।

বিচারকাজে বিলম্ব সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, শুনানি গ্রহণে বিচারকদের বিব্রতবোধ হওয়ার কারণে এখনো এ মামলার বিচার কাজ শেষ হয়নি। তিনি বলেন, বিগত জোট সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার নিস্পত্তি করার জন্য আন্তরিক ছিল না। লিভ টু আপিল দায়েরের পর ৫ বছর বিলম্বের জন্য জোট সরকারই দায়ী।

ব্যারিস্টার শফিক আরও বলেন, ১৯৭৬ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনায় মামলা করার জন্য কেউ উদ্যোগ নেয়নি। বরং ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দিয়ে এ হত্যাকান্ডের বিচার বন্ধ করে রাখা হয়। '৯৬ সালে ওই অধ্যাদেশ বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার মামলা দায়ের করে। পরে এই মামলার নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টের বিচার শেষ হয়। আপিল বিভাগে যখন মামলা যায় তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল না। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শেষ করতে চায়। প্রধান বিচারপতি এ মামলার লিভ টু আপিল শুনানির জন্য বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছেন। এই শুনানি শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব দ্রুত লিভ টু আপিলের নিস্পত্তি হবে।

এ মামলার রাষ্ট্রপৰের সাবেক বিশেষ কৌঁসুলি আনিসুল হক বলেছেন, মামলার শুনানিকালে নিম্ন আদালতের বিচারক বেশ কয়েকমাস অসুস্থ ছিলেন। নিম্ন আদালতে বিচার চলাকালে প্রতিটি পদৰেপ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের ৬ বিচারপতি শুনানি গ্রহণে বিব্রতবোধ করেন। বিচারক স্বল্পতার কারণে আপিল বিভাগে গত ৬ বছরে কোনো বেঞ্চ গঠন করা সম্ভব হয়নি। এসব কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রমে বিলম্ব হয়। মামলাটির শুনানি আপিল বিভাগে শুরম্ন হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এই মামলার শুনানি শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতাসীন সেনা-সমর্থিত মোশতাক সরকার ওই বছরের নভেম্বর মাসে এ বিষয়ে বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দায়মুক্তি (ইনডেমনিটি) অধ্যাদেশ জারি করেন। এর পর থেকে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের কারণে ২০ বছরে কোনো মামলা হয়নি। বিচারকাজও শুরু করা যায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর মাসে মামলা দায়ের করে।

এ মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি ২০ আসামির বিরুদ্ধে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। ওই বছরের ১২ মার্চ ঢাকার দায়রা জজ আদালতে শুরু হয় এ মামলার বিচার। একই বছরের ৭ এপ্রিল ওই আদালত ২০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। বিচার চলাকালে এ মামলার আসামি লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার ও লে. কর্নেল মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার দায়রা জজ গোলাম রসুল ২০ আসামির মধ্যে ১৫ আসামিকে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেন। রায় প্রদানের দিনই চুরির দায়ে থাইল্যান্ডে কারাভোগরত আসামি মেজর মো. বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে বিশেষ বিমানে নিয়ে এসে আদালতে হাজির করা হয়। দায়রা জজ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কারাবন্দি চার আসামি হাইকোর্টে আপিল করেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ৭ পলাতক আসামির মধ্যে ৬ জন এখনো পলাতক। তারা হলেন, লে. কর্নেল রশিদ, লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল নুর, রিসালদার মোসলেমউদ্দিন, লে. কর্নেল রাশেদ চৌধুরী ও কর্নেল মাজেদ। ল্যান্সার এ কে এম মহিউদ্দিন ১৩ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে ১৭ জুন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। পলাতক আসামি আজিজ পাশা ইতিপূর্বে জিম্বাবুয়েতে মারা গেছেন।